JAN. 2 - 2001

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৩ ... কলাম ... ...

সময়মতো পাঠ্যপুস্তক না দেয়া এবং ভুল ও নিম্নমানের পাঠ্যবই সরবরাহকারীদের শাস্তির দাবিসহ বিভিন্ন দাবিতে গতকাল বুধবার স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা নগরীতে মিছিল করে

'অবিলম্বে বই চাই'

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক : সময়মতো পাঠ্যবই সরবরাহ করতে পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ব্যর্থ হওয়ায় বিভিন্ন সংগঠন প্রতিবাদ জানিয়েছে। সভা-সমাবেশ-মিছিল করেছে ছাত্র সংগঠন। এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করেছে পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি।

সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট গতকাল বুধবার সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা থেকে একটি প্রতিবাদ মিছিল বের করে। 'অবিলম্বে বই চাই' শ্লোগান দিয়ে মিছিলটি জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে এসে শেষ হয়। ক্লাবের সামনের সড়কে সংক্ষিপ্ত এক সমাবেশে বক্তৃতা করেন সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের সভাপতি নুরুল ইসলাম।

তিনি সময়মতো পাঠ্যবই প্রকাশ এবং তা ছাত্রছাত্রীদের হাতে পৌঁছাতে ব্যর্থ হওয়ায় পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের নিন্দা করেন। ব্যর্থতার জন্য দায়ী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান তিনি।

বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশন গতকাল বিকেলে প্রেসক্লাব মিলনায়তনে ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক সমাবেশের আয়োজন করে।

সমাবেশে বক্তারা শিক্ষাবর্ষ শুরুর আগেই পাঠ্যবই ছাত্রছাত্রীদের হাতে না পৌঁছানোর জন্য সরকারকে দায়ী করে বলেন, এতে কোমলমতি ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎকে নষ্ট করা হচ্ছে।

সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বদরুদ্দীন উমর, ফয়জুল হাকিম, আবদুর রউফ, মুজতবা হাকিম, আবদুল মজিদ, ফৌজিয়া হক, কাজী ইকবাল, অনুত্ত, আদিব প্রমুখ।

এদিকে পুস্তক প্রকাশক বিক্রেতা সমিতি পাঠ্য বই মুদ্রণ বিতরণ অব্যবস্থা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রীকে লেখা এক চিঠিতে পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি অবিলম্বে পাঠ্যবই মুদ্রণ ও বাজারজাতকরণের দায়িত্ব সমিতির সদস্যদের হাতে দেয়ার অনুরো জানিয়েছে।

চিঠিতে সমিতি জানায়, পাঠ্যপুস্তক বোর্ড নিয়মনীতি লংঘন করে মুদ্রণ কাজে অনভিজ্ঞ পুস্তকা নামে একটি প্রতিষ্ঠানকে সমস্ত বই বরাদ্দ করেছে। কিন্তু প্রতিষ্ঠানটি যে হারে বই মুদ্রণ করছে তাতে আগামী মে/জুন মাস পর্যন্ত সময় দিলেও তারা মুদ্রণ ও বাজারজাত করতে পারবে বলে মনে হয় না।